বিকল্প পন্থায় যে পানি সরবরাহ করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ওই পানি দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও সাংসারিক কাজকর্ম সম্ভব হচ্ছে না। বাহির থেকে পানি এনে কাজকর্ম করতে হচ্ছে।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (পটুয়াখালী) উপসহকারী প্রকৌশলী দেবব্রত হালদার বলেন, আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপিত পাম্পের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় পুরনো পাম্প দিয়ে আর পানি উঠছে না। হাসপাতালে পানির সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানের জন্য ওখানে একটি নতুন পানির পাম্প স্থাপন করতে হবে। আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবদুল মুনয়েম সাদ বলেন, ৬ মাস ধরে পানির পাম্পটি বিকল হয়ে পড়ে থাকায় হাসপাতালে পানি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিকল্প হিসেবে হাসপাতাল মসজিদের সামনের নলকূল থেকে সংযোগ দিয়ে স্বল্প আকারে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি। সেটিও কখন বন্ধ হয়ে যায় তা বলা যাচ্ছে না।

বরগুনা জেলা সিভিল সার্জন ডা. মারিয়া হাসান বলেন, বিষয়টি স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। আশা করি, দ্রুত তারা এ সমস্যাটির সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন।

ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লেখা হয় যার বেশিরভাগই হাসপাতালে সরবরাহ নেই। যার মূল্য বাইরের ফার্মেসিগুলোতে অনেক বেশি। রোগীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে টিকেট দেখতে চাইলে তার মানিব্যাগে থাকা একাধিক ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে থেকে ৮ মাস আগের একটি পুরনো ব্যবস্থাপত্র বের করে দেখান তিনি। বদলগাছী কোনো ওষুধ হাসপাতালে সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও একই কাজের অন্য কোম্পানির ওষুধ দরিদ্র রোগীদের ব্যবস্থাপত্রে লেখার নিয়ম নেই।

সিএইচসিপিদের অবহেলা

মির্জাগঞ্জের ময়দা ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত

মির্জাগঞ্জ (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি : দেশের প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার সারাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছে। এসব ক্লিনিকের মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, টিকাদান কর্মসূচি, পুষ্টি, স্বাস্থ্য শিক্ষা; পরামর্শসহ বিভিন্ন সেবা দেয়ার কথা রয়েছে। অথচ পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার আমড়াগাছিয়া ইউনিয়নের ময়দা কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম যেভাবে চলছে যেনতেনভাবে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা যায়, প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের দায়িত্বরতদের সকাল ৯টার মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু পরশ মনি যেন এসব নিয়মের তোয়াক্কাই করছে না। বেলা ১১টার পর প্রতিদিন সে ক্লিনিকে আসে। অবহেলা আর অযত্নের ফলে মুখথুবড়ে পড়েছে এ ক্লিনিকের স্বাস্থ্যসেবা। এছাড়া অনেক ক্লিনিকে সিএইচসিপি থাকলেও তারা ঠিক সময়ে আসেন না, এলেও আবার অল্প সময়ের মধ্যে চলে যান। ফলে এলাকার বাসিন্দারা ঠিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন না।

সেবা নিতে আসা সুমন ও মায়া বেগম বলেন, সকাল বেলা থেকে বসে আছি ওষুধ নেয়ার জন্য। ১১টা বাজছে এইমাত্র সে আসছে। আমাদের তো আরো কামকাজ আছে। সে প্রতিদিনই এ রকম দেরি করে আসে কিছুক্ষণ থেকে চলে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ক্লিনিকের কর্মরত কয়েকজন বলেন, আপা প্রতিদিনই দেরি করে আসেন। তার জন্য আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি। ময়দা কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি পরশ মনির সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় আমার আসতে দেরি হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা দিলরুবা ইয়াসমিন লিজা বলেন, সে কী কারণে দেরি করে ক্লিনিকে আসে সেটা জানার জন্য তাকে অফিসিয়ালভাবে শোকজ করা হবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

০৫-১১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ভর্তি পরিচালনা কমিটির জরুরী সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির এ ইউনিট (গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদ)-এর ভর্তি পরীক্ষা অনিবার্যকারণবশতঃ ৭ ও ৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখের পরিবর্তে যথাক্রমে আগামী ২০ ও ২১ নভেম্বর ২০২১ তারিখ পূর্ব নির্ধারিত শিফট ও সময় অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য সকল ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী অপরিবর্তিত থাকবে।

স্বাক্ষরিত/- মো. আবু হাসান
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)
এবং
সচিব, কেন্দ্রীয় ভর্তি পরিচালনা কমিটি

সিটি-২০৮৬/২১ (৩˝×৩)

ফুলপুর পৌরসভা কার্যালয়
ময়মনসিংহ
স্থাপিত ঃ ২০০১ খ্রিঃ।
e-mail: phulpurpaurashava@gmail.com

শেখ হাসিনার মূলনীতি গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.৬১০০.০২.২০৯.২০২১.০১/১৯০ (১০০) তারিখঃ ০৪/১১/-২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

Office of the Phulpur Paurashava, District: Mymensingh:
স্মারক নং- ৪৬.৬১০০.০২.২০৯.২০২১.০১/১৯০ (১০০); তারিখঃ ০৪/১১/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

LTM Tender Notice (e-GP) No: 01/2021-2022 (Development Assistance Fund by Local Government Division)
e-Tender is invited in the National e-GP system portal (https://www.eprocure.gov.bd) for the Procurement of works as mention in the following tables:

Tender Publication Date & Time	Tender ID (Closing and opening time; Date)	Tender Document Last selling Date & Time	Last Date for Tender Security Submission & Time
07-November-2021 Time: 09.00	626354 (14.30 and 22-November-2021)	21-November-2021 Time: 16.00	22-November-2021 Time: 12.30

This is an online tender, where only e-Tender will be accepted in the National e-GP portal and no offline/hard copies will accepted. To submit e-Tender, registration in the National e-GP system portal (https://www.eprocure.gov.bd) is required. Further information & guidelines are available National e-GP system portal and from e-GP help desk (helpdesk@eprocure.gov.bd) (01762625528-31).
The procuring entity reserves the right to accept or reject all Tenders's.
N.B.: Detail of package available in the Phulpur Paurashava notice board and https://www.eprocure.gov.bd.
Only up to date enlisted contactors of Phulpur Paurashava, district: Mymensingh are eligible for this tender.

ভোরের কাগজ পৃষ্ঠা-০৬ তাং-০৭/১১/২০২১

(Md. Mahmudul Islam)
Executive Engineer
Phulpur Paurashava
Mymensingh.
Cell Number +8801730954718
e-mail: xen.ps.phulpur@lgi.gov.bd

সিটি-২০৮৫/২১ (৩˝x৩)

ঠাকুরগাঁও আধুনিক

৪৫ শয্যার পাঁচ গু

মনসুর আলী, ঠাকুরগাঁও থেকে : ১৯৮৭ সালে ৫০ শয্যা নিয়ে যাত্রা শুরু করে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতাল। ১৯৯৭ সালের জুলাইয়ে এটি ১৮ শয্যার শিশু শয্যাসহ ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। আর ২০২০ সালের মার্চে ১০০ শয্যার ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে নতুন ১৫০ শয্যার ৭ তলা ভবন উদ্বোধন করে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয় এবং ১৮ শয্যার শিশু ওয়ার্ডটিকে উন্নীত করা হয় ৪৫ শয্যায়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ শতাধিক রোগী ভর্তি থাকে। এর মধ্যে শিশু ওয়ার্ডেই ভর্তি রয়েছে ১৮০-২০০ জন শিশু রোগী। দিনে গরম ও রাতে ঠাণ্ডা এমন আবহাওয়ায় বেড়েছে শিশু রোগীর সংখ্যা। শয্যা সংকটে পড়ে অভিভাবকরা অধিকাংশ শিশু রোগীকে নিয়ে অবস্থান করছে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডের বারান্দা কিংবা মেঝেতে। ৪৫ শয্যার শিশু ওয়ার্ডে অতিরিক্ত রোগীর চাপে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রোগীর স্বজনরা ছুটছেন সেবা নিতে। জেলার পাঁচ উপজেলাসহ আশপাশের জেলা পঞ্চগড়, নীলফামারী ও দিনাজপুরের কিছু অংশের রোগীরা সেবা নিতে আসায় এ পরিস্থিতি। ফলে কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকদের।

পঞ্চগড়, নীলফামারী ও দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলা থেকে সন্তানের চিকিৎসাসেবা নিতে আসা শিশুর অভিভাবকরা জানান, রংপুর বা দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের তুলনায় ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতাল কাছে হওয়ায় আমাদের এখানে ছুটে আসা। চিকিৎসার মান ভালো হওয়ায় শয্যা সংকটে পড়েও মেঝে কিংবা বারান্দায় চিকিৎসা নিতে